

কাঁঠালের আমসত্ত্বঃ মার্ক্সবাদি ধার্মিক বিপ্লব

ব্যাপারটার তাত্ত্বিক নিস্পত্তি করতে লাগবে এক মিনিট। কিন্তু রাজনৈতিক দিক দিয়ে, শত্রুর শত্রু, আমার বন্ধু, এই নীতিতে ইসলামের সাথে মার্ক্সবাদীদের এক অদৃশ্য জোট বন্ধন, বামপন্থি আন্দোলনকে নিদারুণ সংকটে ফেলেছে। বৃটেন, ফ্রান্স থেকে ভারতের বামপন্থিদের সামনে এখন দুটো পথ-

এক, ইসলামকে ত্যাগ করা। এবং দক্ষিণপন্থি দলগুলোর পালের হাওয়া কেড়ে নেওয়া যায়। সমাজের মূলশ্রোত, যারা ইসলামিক মৌলবাদের তাড়বে বিরক্ত, তাদের সাথে থাকা। কিন্তু হারাতে হবে মুসলিম ভোট। এবং পার্টি ত্যাগ করবে বেশ কিছু কমরেড, যারা নিজেদের ইসলামিক সমাজতন্ত্রী বলে প্রকাশ্যে গর্ব বোধ করে।

দুই ইসলামিস্টদের সাথে আমেরিকা বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়া। এতে সমাজের মূল শ্রোত থেকে বামপন্থি আন্দোলন বিচ্ছিন্ন হবে। কিন্তু মুসলিমদের ভোট ব্যাঙ্ক অটুট থাকবে।

প্রতিটা দেশেই এই ইস্যুতে বামপন্থি পার্টিগুলিতে জোর বিতর্ক চলছে। ভারতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বৃন্দা কারাত ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। অন্যদিকে সিতারাম ইয়েচুরীর দল, লক্ষ্যনীয় ভাবে ইসলামিক মৌলবাদের ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছে।

প্রথমেই বলা দরকার দ্বান্দিক বস্তুবাদে ধর্মের কোন স্থান নেই। কারণ দ্বান্দিক বস্তুবাদে মানা হয়, পরিবর্তনশীল জগৎ কে। এই উপপাদ্য পরম সত্যের অস্তিত্ব বিরোধি। নৈর্ব্যক্তিক সত্যের বিবর্তন ই দ্বান্দিক বস্তুবাদ। অন্যদিকে ধর্মের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে পরম সত্যের (Absolute Truth) অস্তিত্ব। ঈশ্বর , আল্লা পরম সত্যের একটা ধর্মীয় স্বতঃসিদ্ধ। বৌদ্ধদের ঈশ্বর নেই। কিন্তু পরম সত্য আছে (Four Noble Truth)। পরম সত্য মানেই হচ্ছে যার পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ ধর্মকে মেনে নেওয়ার মানেই হলো দ্বান্দিক বস্তুবাদকে অস্বীকার করা। আবার পরম সত্য না থাকলে ধর্ম ই থাকে না। গীতা, কোরান থেকে আল্লা/ঈশ্বরের একটা ই সংজ্ঞা পাওয়া যায়। ঈশ্বর বা আল্লা হচ্ছে পরম সত্য এবং ইনারা সময়ের সাথে সাথে মোটেও বিবর্তিত হন না! এইজন্য ধর্ম এবং দ্বান্দিক বস্তুবাদ দুই সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী দর্শন। যারা একে অপরকে নস্যৎ করে। তাই একই সাথে কেও মার্ক্সবাদি আর ধার্মিক হতে পারে না। পাগল, ছাগল, ভাবুক, সুবিধাবাদি, ধার্মিক ইত্যাদি অনেকেই নিজেদের মার্ক্সবাদি বলে দাবি করে। কিন্তু তাতে কি আর মার্ক্সবাদে ধর্মের বেনো জল ঢোকানো যায়?

তবে মার্ক্স, এঙ্গেলস বা লেলিন মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসে কখনো আঘাত করেন নি। মার্ক্সবাদ মানে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ত্যাগ করে নাস্তিক হতে হবে, এমনটা মার্ক্স বলেন নি। বরং তার এবং এঙ্গেলসের বক্তব্য ছিল ধার্মিক ব্যক্তিও কম্যুনিউস্ট আন্দলোনে যোগ দিতেই পারে। সংগ্রামে যোগ দেওয়ার পরেই তার শ্রেণী চেতনা বাড়বে। শ্রেণী এবং সমাজ চেতনা বাড়লে, সে ধর্মের আসল স্বরূপ বুঝতে পারবে এবং ধর্ম ত্যাগ করবে। পরে অবশ্য এঙ্গেলস, ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে, ধর্মের প্রতিস্থাপক রূপে উপস্থাপনা করেন (১৮৭১)। লেলিন ১৯০৫ সালে বলছেন, যদিও নাস্তিকতা ছাড়া মার্ক্সবাদ ভাবা যায় না, তবুও মার্ক্সবাদি রাষ্ট্র মানে চার্চের সাথে রাষ্ট্রকে পৃথক করা। ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করার কোন অভিপ্রায় মার্ক্সবাদের নেই।

তাত্ত্বিক দিক দিয়ে মার্ক্সবাদ মানে যে নাস্তিকতা, এই ব্যাপারে কারো কোনদিন ই কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে, বা রাজনৈতিক সুবিধাবাদের জন্য মার্ক্স, এঙ্গেলস বা লেলিন, নাস্তিকতার কোন উগ্রপ্রচার করেন নি। মার্ক্সবাদিরা অবশ্য এটাকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ নয়, সীমাবদ্ধতা বলে থাকেন। সেই ঐতিহ্য আজও চলছে।

কিন্তু তাতে কি মার্ক্সবাদের কোন লাভ হয়েছে? না সমাজে ধর্মের কোপ কমেছে? কিছুই হয় নি। ধর্মের প্রতি এই দোদুল্যমান মনোভাবে আসলেই মার্ক্সবাদের ক্ষতি হয়েছে। মার্ক্স নাস্তিকতার প্রচার না করে ভুল করেছিলেন।

[বিঃদ্রঃ সেতারা হাশেম নামে এক ভন্ড (ভন্ডামির জাতি, ধর্ম থাকে না), ভিন্নমত এবং মুক্তমনার বিরুদ্ধে পাগলের প্রলাপ বকছে। এই লোকটি আমেরিকাতে মাইগ্রেশনের সময়, নাকখত দিয়ে লিখেছিল (কারণ সবাইকেই লিখতে হয়, নইলে আমেরিকায় গ্রীনকার্ড বা নাগরিকত্ব পাওয়া যায় না), তার সাথে কম্যুনিউস্টদের কোন যোগাযোগ নেই এবং সে কম্যুনিউজম বিরোধি। এবার পাঠক ই বুঝুন এই লোক কেমন সমাজতন্ত্রী বা মার্ক্সবাদি, যে বাংলাদেশের মতন গরীবদেশ, যেখানে একজন মার্ক্সবাদির কাজ করার এতো সুযোগ, তা না করে, আমেরিকায় আসার জন্য কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে নাখঁত দিয়েছে!

আসলে বাঙালীদের মধ্যে ৯০% লোকই সেতারা হাশেমের মতন ভন্ড। কথায় কম্যুনিজমের ফুলঝুরি, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গরম গরম ডায়ালোগ। আর নিজের আখের গোছানোর সময়, ঠিক কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে নাখঁত দিয়ে আমেরিকায় বসে ডলার পুজো করছে। আদর্শের জন্য বাংলাদেশের দারিদ্র্য , কষ্ট সহ্য করার মুরোদ নেই।

অতএব মিঃ হাশেম, ভন্ডামি চালিয়ে যান। আমেরিকায় বসে, আপনি যত লিখবেন, তত বেশী খোরাক হবেন। আর তা যদি না হতে চান, অবিলম্বে আমেরিকা ত্যাগ করে, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বরণ করুন। তখন আপনার সমাজতান্ত্রিক বা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধি

চিন্তা ভাবনা ভেবে দেখবো। সেটা যতদিন না করতে পারছেন, আপনার এই সব ডায়ালোগ, সার্কাসের জোকারদের ভাঁড়ামোর বেশী গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। - বিপ্লব]